নামাযের গুরুত্ব

23-March-2023

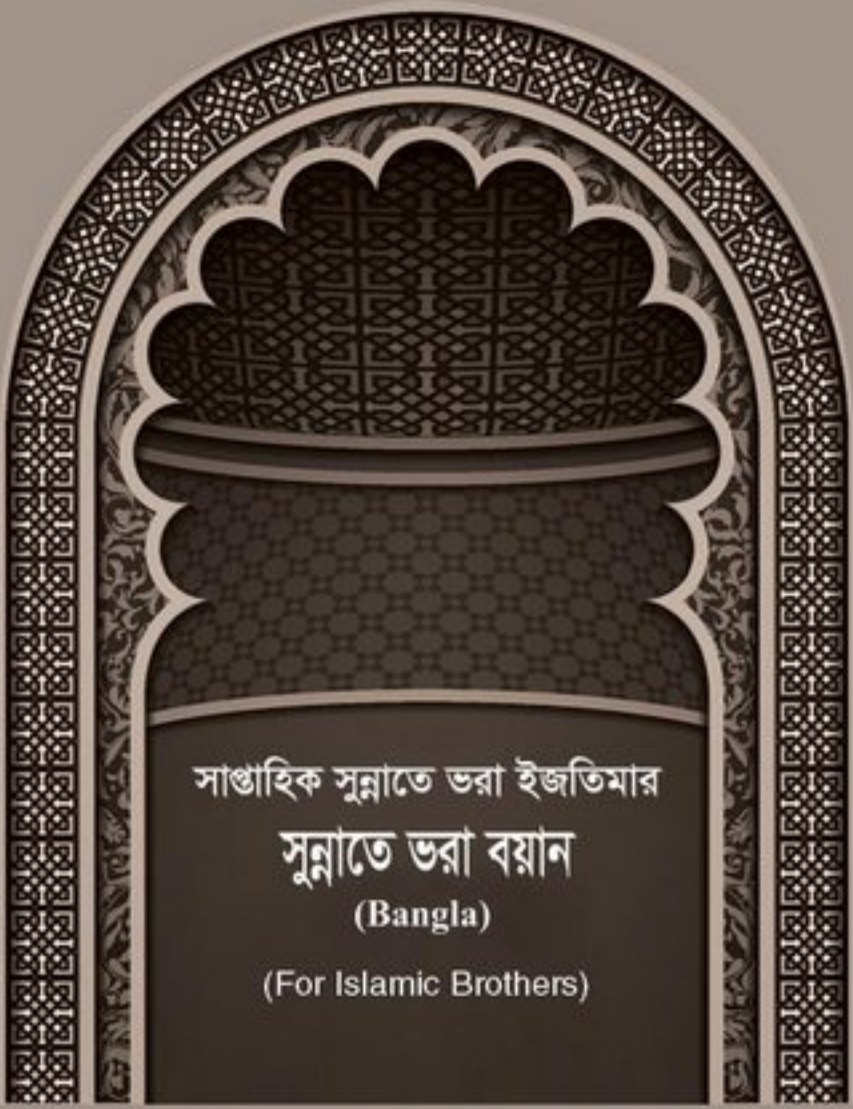

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اَدْرَکَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِيَ وَمَنْ اَدْرَکَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبِرَّهُ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ" <u>**অনুবাদ:**</u> যে মাহে রমযান

পেলো আর সেটার রোযা রাখলো না সে ব্যক্তি দূর্ভাগা। আর যে তার আপন মাতা পিতার মধ্য হতে কোন একজনকে পেলো আর তাদের সাথে সদাচারণ করলো না সেও হতভাগা আর যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ পড়লো না সেও দূর্ভাগা।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৩৪০, হাদীস: ৪৭৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে তিনি আমাদেরকে আরো একবার মাহে রমযান দেখার তাওফিক দান করেছেন। এই মোবারক মাসের কথা কি আর বলবো এই মাস তো নেকী অর্জন করার সিজন কেননা এই মাসে আল্লাহ পাক নফলের সাওয়াব ফরযের

www.dawateislami.net

সমান আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন, অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। এই মাসের একটি বিশেষত্ব এটাও যে এটাতে নেকী করার মানসিকতা হয়ে যায়, মসজিদসমূহ আবাদ হয়ে যায়। হে আশিকানে রাসূল আমরা তো নামায আদায় করে থাকি কিন্তু আমরা কি নামায সঠিকভাবে পড়তে পারি? আমরা কি নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করি? আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত, নামায পড়ার উপকারীতা এবং নামায না পড়ার ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

কবরে আগুনের শিখা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা "কাফন চোর" এর ২০ পৃষ্ঠায় একটি শিক্ষনীয় ঘটনা উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন সে তাকে দাফন করে ফিরে আসছিলো তখন মনে পড়লো যে, টাকার ব্যাগটি কবরেই পড়ে গিয়েছিলো, সুতরাং সে তার বোনের কবরে এলো এবং কবর খনন করলো যেন ব্যাগটি বের করে নিতে পারে। সে দেখলো যে, কবরে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হচ্ছিলো। সুতরাং সে কোনভাবে কবরে মাটি চাপা দিলো এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: প্রিয় মা! আমার বোনের আমল কেমন ছিলো? তিনি বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছো? আরয করলাম: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হতে

দেখেছি। একথা শুনে মা কাঁদতে লাগলো এবং বললো: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করতো এবং নামাযের সময় অতিবাহিত করে (অর্থাৎ নামায কাযা করে) পড়তো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত শিক্ষনীয় ঘটনাটি থেকে জানা গেলো! নামাযে অলসতা করা অনেক বড় গুনাহ এবং কবরের আযাবের কারণ, আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায গভীর আগ্রহ সহকারে মসজিদে জামআত সহকারে আদায় করা উচিৎ এবং নামাযে কখনোই অলসতা করা উচিৎ নয়, কেননা এটি মুনাফিকদের নিদর্শন (Sign) যে, যখন মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে নামাযের জন্য দাঁড়াতো, তখন ভগ্ন হৃদয়ে এবং অলসতার সহিত দাঁড়াতো, কেননা তাদের অন্তরে ঈমান তো ছিলই না, যার কারণে ইবাদতে আগ্রহ এবং গোলামীর স্বাদ অনুভূত হতো না, শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্যই নামায পড়তো। আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে ৫ম পারায় সূরা নিসার ১৪২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন নামাযে দাড়াঁয় তখন মনভোলা অবস্থায়।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিখা রয়েছে যে, নামায না পড়া বা শুধুমাত্র মানুষের সামনে পড়া আর একাকিত্বে না পড়া বা মানুষের সামনে বিনয় ও নম্রভাবে আর একাকিত্বে তাড়াতাড়ি পড়া অথবা নামাযে এদিক সেদিক মনোযোগ নিয়ে যাওয়া, একাগ্রতার চেষ্টা না করা ইত্যাদি সবকিছুই অলসতার নিদর্শন। **(সিরাতুল জিনান,**

২/৩৩৫) আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজ আমাদের সমাজে শুধু অলসতা এবং আরাম প্রিয়তার কারণে রোজ নামায কাযা করে দেয়া হয় আর গুনাহ সম্পাদনের জন্য অলসতা দ্রুত কর্মক্ষমতায় পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একাদিক নামায কাযা রয়ে যায় তখন সাপ্তাহের পর সাপ্তাহ বরং মাসের পর মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কোন ইসলামী ভাই তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে নামাযে উৎসাহ দেয় তবে বলে যে, "এবার اِنْ شَآءَ الله আগামী শুক্রবার থেকে আবারো নামায পড়া শুরু করবো বা রমযান থেকেই নিয়মিত নামায আদায় করবো" ইত্যাদি, এভাবেই যেন কোন প্রকার লাজ লজ্জা ছাড়াই খুবই বাহাদুরী সহকারে مَعَاذَالله এই বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, নামায ত্যাগ করার এই কবীরা গুনাহ আমি শুক্রবার বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত নিয়মিত অব্যাহত রাখবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু খোদাভীতি এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকার শাস্তি, নয়তো যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ রয়েছে সে সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ পাক ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۙ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে;

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর উপত্যাকার ভয়ঙ্কর কূপ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় "গায়্য" এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "গায়্য" জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশী, এর মধ্যে একটি কূপ রয়েছে যার নাম হচ্ছে "হাব হাব", যখন জাহান্নামের আগুন নিবু নিবু হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক এই কূপ খুলে দেন, যার কারণে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায় (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:) ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমরা তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্বলিত করে দিবো। **(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল আয়াত ৯৭)** এই কূপ বেনামাযী, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্যই।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৩৪)

দোযখের আযাব ও দুনিয়ার কষ্টসমূহ

হে আশিকানে রাসুল! শুনলেন তো আপনারা যে, "গায়্য" দোযখের একটি উপত্যকা, যার গভীরতা (Depth) এবং গরম সবচেয়ে বেশী এবং দোযখের আগুন যখন নিভে আসে তখন এই উপত্যকাকে খুলে দেয়া হয়, যাতে দোযখের আগুন আবারো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। একটু ভাবুন তো যে, এই ভয়ঙ্কর উপত্যকায় যখন বেনামাযীকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার কি অবস্থা হবে। মনে রাখবেন! দোযখ হচ্ছে আল্লাহ পাকের কহর ও গযবের প্রকাশস্থল, যেমনিভাবে তাঁর দয়া ও নিয়ামতের কোন শেষ নেই

এবং মানুষের জ্ঞান তার অনুমানও করতে পারবে না, তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের কহর ও গযবেরও কোন সীমারেখা নেই, প্রত্যেক সেই কষ্টদায়ক বস্তু যার ধারণা করা যায় যেমন কোন যন্ত্র দ্বারা জীবিত মানুষের নখ (Nail) উপড়ে ফেলা, কাউকে ছুরি বা লাঠি দ্বারা আঘাত করা, কারো উপর ভারী গাড়ি চালিয়ে তার হাঁড় গোড় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া, অঙ্গ কেটে লবণ মরিচ ছিটিয়ে দেয়া, জীবিত চামড়া (Skin) উপড়ে ফেলা, বেহুঁশ না করেই অপারেশন করা বা বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের কষ্ট যেমন মাথা ব্যাথা, জ্বর, পেট ব্যাথা অথবা ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি যেমন হার্ট অ্যাটাক (Heart attack), ক্যান্সার, কিডনীতে পাথরের ব্যাথা, চুলকানী, ভয়াবহ আতঙ্ক ইত্যাদি যেসব রোগ বা দুনিয়াবী বিপদাপদ যেসবের সম্ভাবনা রয়েছে, তা দোযখের বিবেচনায় একেবারেই নগন্য। মোটকথা দুনিয়ার সকল রোগ বালাই এবং বিপদাপদ যেকোন একজনের উপরও যদি পতিত হয় তবুও দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাবের সমতুল্যও হতে পারবে না।

দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাব

দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাব কি? এসম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র বাণী শ্রবণ করুন: যার দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাব হবে তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যার কারণে তার মগজ এমনভাবে উত্তপ্ত হবে, যেমনিভাবে তামার পাতিল উত্তপ্ত হয়, সে মনে করবে যে, সবচেয়ে বেশী আযাব আমার উপরই হচ্ছে হয়তো, অথচ তার উপর সবচেয়ে হালকা আযাবই হচ্ছে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৭)

হে আশিকানে রাসূল! দোযখের আযাবের প্রতি ভীত হয়ে যান, নিজের দূর্বল শরীরের প্রতি করুণা করুন, অলসতা দূর করুন এবং গুনাহ

থেকে বিরত থেকে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা শুরু করে দিন। আফসোস! অনেকে অহেতুক কথাবার্তা এবং অহেতুক কাজে লিপ্ত থেকে নামায কাযা করে দেয়, কিন্তু এর অনুভূতি পর্যন্ত নাই যে, আমরা নিয়মিত আল্লাহ পাকের অবাধ্যতাই করছি। সেই প্রতিপালক তো আমাদেরকে দিন রাত অসংখ্য নেয়ামত না চাইতেই দান করছেন কিন্তু লোকের পুরো দিনে শুধুমাত্র ৫ ওয়াক্ত তাঁর দরবারে সিজদা করার তৌফিক নসীব হয় না। আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী রোগ বালাই, চিন্তা ও কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষের বলা অযিফা তো দ্রুতই শুরু করে দিই কিন্তু যেই প্রতিপালক কুরআনে পাকে অসংখ্যবার নামাযের আদেশ দিয়েছেন, সবাই ভাবুন তো যে, এই আদেশ আমরা কতোটুকু আমল করছি? আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহবানকারী মুয়াজ্জিনের দাওয়াত শুনে কতবার "লাব্বাইক" বলে মসজিদে উপস্থিত হই? প্রত্যেকে ভাবুন যে, কল্যাণের দিকে আহবানকারী, মসজিদ থেকে ৫ বার আসা ডাক কি আমার কানে লেগে ফিরে যায় নাকি সকল কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদের পথ ধরি? আফসোস যে, আমরা কবরের আযাব, জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং কিয়ামতের আতঙ্কের কথা শুনেও উদাসীনতার নিদ্রায় নিমগ্ন রয়েছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই উদাসীনতা থেকে সত্যিকার জাগরণ নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসুল! মনে রাখবেন! প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ মুসলমানের উপর প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, যে নামাযকে ফরয মানে না সে দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত, যদিও তার নাম

এবং তার অন্যান্য কাজকর্ম মুসলমানদের মতোই হোক না কেন। আর নামাযকে ফরয হিসেবে মানে কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে শুনে বর্জন করে তবে সে কঠোর ফাসিক ও গুনাহগার এবং দোযখের আযাবের অধিকারী। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করলো, সে হাজারো বছর দোযখে থাকার অধিকারী হয়ে গেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না এবং এর কাযা আদায় করে না দেয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৫৮)** এ থেকে অনুমান করুন যে, যেখানে এক ওয়াক্ত নামায জেনে শুনে বর্জন করার কারণে হাজারো বছর পর্যন্ত দোযখে থাকতে হবে তবে যে ব্যক্তি দিনভর সকল নামায জেনে শুনে বর্জন করলো বরং প্রথম থেকেই নামায পড়ছে না তবে সে কিরূপ কঠিন আযাবের শিকার হবে।

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায বর্জনকারী থেকে তো স্বয়ং শয়তানই আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি জঙ্গল (Jungle) দিয়ে যাচ্ছিলো, শয়তানও তার পিছু নিলো, সেই ব্যক্তি দিনভর এক ওয়াক্ত নামাযও পড়লো না এমনকি রাত হয়ে গেলো, শয়তান তার নিকট থেকে পালাতে লাগলো, সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে পালানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয়তান বললো: "আমি জীবনে শুধু একবার আদম عَلَيۡهِ السَّلَام কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলাম তাই তিরস্কৃত হলাম আর তুমি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বর্জন করে দিলে, আমার ভয় হয় যে, কখন না তোমার উপর কহর অবতীর্ণ হয় এবং আমিও এতে ফেঁসে যাই।" **(দুররাতুন নাসিহীন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ। আসুন! আল্লাহ পাকের আযাবের প্রতি নিজেকে ভীত করতে এবং নামাযের অভ্যাস গড়তে নামায না পড়ার ৪টি শাস্তি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

(১) হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলে করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "কাউকেও আল্লাহ পাকের অংশীদার বানাবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ফরয নামায জেনে শুনে বর্জন করো না কেননা যে জেনে শুনে নামায বর্জন করে দেয় তার থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কখনো মদ পান করো না কেননা এটি সকল মন্দের মূল। **(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল আশরাবা, হাদীস নং-৪০৩৪, ৪/৩৭৬ পৃষ্ঠা)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি গযব অবতরণ করবেন। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৬৩২, ২/২৬)**

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে তার পরিবার পরিজন এবং সম্পদে কমতি করলো। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৯০৮৫, ৭/১৩২)**

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: যে জেনে শুনে নামায ত্যাগ করলো তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের দায়িত্ব তার থেকে দূরে সরে গেলো।

(মুজামুল কবীর, ১২/১৯৫, হাদীস নং-১৩০২৩)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বেনামাযী আল্লাহ পাকের নিরাপত্তায় থাকে না। নামাযের বরকতে মানুষ দুনিয়ায় বিপদাপদ থেকে, মৃত্যুর সময় মন্দ মৃত্যু থেকে, কবরের

(পরীক্ষায়) ফেল হওয়া থেকে, হাশরে বিপদ থেকে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে নিরাপদ থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৭৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি, জাহান্নামের অধিকারী এবং পরিবার ও সম্পদে বরকত শূণ্যতার কারণ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিয়মিত নামায আদায় করার আদেশ দিয়ে ২য় পারায় সূরা বাকারার ২৩৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দন্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে আদব সহকারে।

নামাযের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয় থেকেও হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্য নামায প্রতিষ্ঠিত রাখার দোয়াও করেছেন, যার আলোচনা ১৩তম পারায় সূরা ইব্রাহিমের ৪০নং আয়াতে এভাবে রয়েছে:

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকেও। হে আমাদের রব! এবং আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও।

মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম নামাযের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهٗ"

অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল। **(আত তাইসিরে শরহে জামেয়েস সগীর, ১/৩৯১)** প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তিনবার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবারই উত্তর দিলেন যে, নামায সবচেয়ে উত্তম আমল। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আস, ২/৫৮০, হাদীস নং-৬৬১৩)**

হে আশিকানে রাসুল! আমাদেরও নামাযের গুরুত্বকে অনুধাবন করে না শুধু নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সাথে জামআত সহকারে আদায় করা উচিৎ বরং নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরও মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ, তবে অবুঝদের নয়। ফতোয়ায়ে রযবীয়ার ১৬তম খন্ডের ৪৩৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: মসজিদে অবুঝ শিশুদের নিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, হাদীস শরীফে রয়েছে: جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ অর্থাৎ নিজেদের মসজিদ সমূহকে অবুঝ শিশু এবং পাগলদের থেকে নিরাপদ রাখো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪১৫, হাদীস নং-৭৫০)

হে আশিকানে আলা হযরত! যদি আমরা নামাযের নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরকেও মসজিদে নিয়ে যাই তবে তাদের তরুণ মানসিকতা বাল্যকাল থেকেই নামাযের দিকে ধাবিত হতে থাকবে, অতঃপর বড় হয়ে তারাও নামাযে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, কেননা যে বিষয় শিশুদের মানসিকতায় বাল্যকালেই বসে যায়, স্বভাবতই বড় হয়েও সেই বিষয়টি তাদের মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামায সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তিনটি বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করার পরও যদি কেউ না পড়ে তবে তা বড়ই মূর্খতা এবং নিজের হাতেই জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় তৈরীকারী, অথচ নামায পড়া দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়। কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে শুধু নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে বরং প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ণনা করে এর উৎসাহও দেয়া হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করি:

৬ষ্ঠ পারায় সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ
سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত ১৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রদানকারীগণ এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

৯ম পারায় সূরা আনফালের ৩ ও ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۴﴾

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, আর রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানের জীবিকা।

৬ষ্ঠ পারায় সূরা আল মায়িদার ১২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ؕ لَىٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি'। অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে বেহেশতসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত।

سُبْحٰنَ اللّٰه! নামাযীদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কেমন আজিমুশশান নিয়ামত রয়েছে যে, কখনো তাদের জান্নাত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়, কখনো মহান প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হয়, হাদীসে মুবারাকায়ও নামাযের অনেক বেশী গুরুত্ব এবং আগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। যদি আমরা নামাযের সময় হতেই নিজের সকল প্রকার দুনিয়াবী ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে নামাযের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত জামআত সহকারে নামায আদায় করি তবে এর বরকতে যেমনিভাবে দুনিয়াবী অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে, তেমনি এর একটি পরকালীন উপকারীতাও অর্জিত হবে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই নামাযই আমাদের মুক্তি ও মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায়কারীর মাগফিরাত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে এর জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করবে এবং তা তার সময়ে আদায় করবে আর এর রুকু ও সিজদা বিনয় ও একাগ্রতার সহিত সম্পন্ন করবে তবে আল্লাহ পাকের (বদান্যতার) দায়িত্ব হচ্ছে যে, তার মাগফিরাত করে দেয়া এবং যে তা আদায় করবে না তবে আল্লাহ পাকের দায়িত্বে তার জন্য কিছুই নেই, চাইলে ক্ষমা করে দিবেন এবং চাইলে তাকে আযাব দিবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, নম্বর-৪২৫, ১/১৮৬)

নামাযের কারণে গুনাহ মুছে যায়

হে আশিকানে রাসুল! যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তবে তাদের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যেমনটি তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কারো উঠানে নদী হয়, প্রতিদিন সে পাঁচবার সেখানে গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা আরয করলো: জ্বি না। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এভাবেই ধুয়ে দেয় যেমনটি পানি ময়লা মুছে দেয়। **(ইবনে মাজাহ, ২/১৬৫, হাদীস নং-১৩৯৭)**

প্রত্যেক নামায পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

যে সৌভাগ্যবানরা নামাযে অভ্যস্থ হয়ে থাকে, যদি মানবিক চাহিদার বশবর্তী হয়ে তার থেকে এক নামায থেকে অপর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে গুনাহ হয়ে যায় তবে অপর নামায এই গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, অর্থাৎ দুই নামাযের মধ্যবর্তী যেসকল গুনাহ হয়ে যায় আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করে দেন।

হযরত হারিছ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও বসা ছিলাম, এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে গেলো, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পানি আনিয়ে ওযু করলেন, অতঃপর বললেন যে, আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি এবং আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতেও শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করবে অতঃপর যোহরের নামায পড়ে নিবে তবে আল্লাহ পাক তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ সেই গুনাহ যা ফজরের নামায এবং এই যোহরের নামাযের মধ্যখানে হয়েছে, অতঃপর যখন আসরের নামায পড়ে তবে যোহর ও আসরের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যখন মাগরিবের নামায পড়ে তখন আসর ও মাগরীবের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর এশার পড়ে তখন এর এবং মাগরিবের মধ্যখানের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যদিওবা সে রাতে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় অতঃপর যখন উঠে ওযু করে এবং ফজরের নামায পড়ে তবে এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের ক্ষমা হয়ে যায় এবং এটিই সেই নেকী যা গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়। **(আল আহাদীসিল মুখতার, ১/৪৫০, হাদীস নং-৩২৪)**

নামাযে শিফা রয়েছে

হে আশিকানে রাসুল! যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে আল্লাহ পাক এর বরকতে তাদেরকে রোগ বালাই থেকে শিফা দান করেন। আজ আমাদের এখানে এমনসব নতুন নতুন রোগের প্রকাশ হচ্ছে, যা এর পূর্বে নামও শুনিনি, এর চিকিৎসার জন্য লাখো টাকা খরচ করার পরও রোগ বাড়তেই থাকে, যদি আমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র বাণীর উপর আমল করে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা শুরু করি তবে اِنْ شَآءَ الله রোগ বালাই থেকে মুক্তি পেতে পারি।

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র মহান ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ شِفَاءً অর্থাৎ নিশ্চয় নামাযে শিফা রয়েছে। **(ইবনে মাজাহ, বাবুস সালাতিশ শিফা, ৪/৯৮, হাদীস নং-৩৪৫৮)** সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, রোগ বালাই বা সুস্থতা সর্বদা শুধু নিজে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করবো না বরং নিজের পরিবার পরিজনদেরও নামাযে অভ্যস্ত করা।

রোজগারে বরকত

হে আশিকানে রাসুল! যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে আল্লাহ পাক তাদের রোজগারে বরকত দান করেন। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সকলেই উপার্জনের ধ্যানে মগ্ন রয়েছে, কিন্তু পুরো পুরো দিন সম্পদ উপার্জনের পরও প্রত্যেকেই এই অভিযোগ নিয়ে বসে আছে যে, এতো টাকা উপার্জন করি তবুও বরকত হয় না। মনে রাখবেন! পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় এবং এতে বিনয় ও নম্রতা আর ধারাবাহিকভাবে এর শর্তগুলো আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদবসমূহ পুরোপুরি ভাবে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে উপার্জনে বরকত লাভের উপায়। **(রাহে ইলম, ১০৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায একটি খুবই মহান ইবাদত, নামায মুমিনের জন্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তম আমল, বিনয় ও নম্রতার সহিত দু’রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়,

দু’রাকাত নামায দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম, নামায আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় আমল, নামাযে প্রতিটি সিজদার বদলে একটি নেকী লিখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায গুনাহের ময়লা আবর্জনাকে ধুয়ে দেয়, এক নামায ও পূর্ববর্তী নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত হওয়া গুনাহসমূহ মুছে দেয়, নামাযী কল্যাণের সহিত রাত অতিবাহিত করে, নামায অকল্যাণকে মিটিয়ে দেয়, নামাযী জান্নাতে প্রবেশ করবে, নামাযীর জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের নিকট মাগফিরাতের সুপারিশ করে থাকে, নামাযী আল্লাহ পাকের নিরাপত্তায় অর্থাৎ হেফাযতে থাকে, নামায, নামাযীর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকে, নামাযীই পরিপূর্ণ মুমিন, নামাযীকে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে, নামায শয়তানকে অপদস্ত করে।

তো আসুন! মিলেমিশে নিয়্যত করি যে, আজ থেকে আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله অপরকেও নামাযের উৎসাহ প্রদান করবো اِنْ شَآءَ الله মসজিদ পরিপূর্ণ রাখবো اِنْ شَآءَ الله মসজিদ ভরা কার্যক্রম পরিচালনা করবো اِنْ شَآءَ الله এবং এই প্রেরণা গ্রহণের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করবো اِنْ شَآءَ الله নেক আমলের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকবো। اِنْ شَآءَ الله

নেক আমল নং ৩৩ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের পবিত্র মাস শুরু হয়েগেছে এই মোবারক মাসের বরকত পেতে এবং এটাকে নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে ভরপুর অংশগ্রহন করুন, মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমল রিসালার উপর আমল করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! রমযানুল মোবারকের বরকতের কথা কি আর বলবো এই মাসে ইবাদতের আগ্রহ বেড়ে যায় ছোট হোক বা বড়, বৃদ্ধ হোক বা যুবক সকলেই মসজিদের দিকে চলে আসে, এই স্পৃহা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র দানকৃত "৭২ নেক আমল"র মধ্য হতে নেক আমল নাম্বার ৩৩ 'র উপর আমল করুন, ঐ নেক আমলটি হলো: আপনি কি আজ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন? অথবা রাতে না ঘুমানো অবস্থায় সালাতুল লাইল আদায় করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! নামায হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ, নামায রোগ বালাই থেকে রক্ষা করে, নামায উপার্জনে বরকতের উপায় এবং কবরের আযাব থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি অন্ধকার কবরের প্রদীপ স্বরূপ। কুরআন ও হাদীসে যেখানেই নামায আদায়ের আদেশ এসেছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযকে সকল ফরয সমূহ ও ওয়াজিব সহকারে আদায় করাই। আর পুরুষদের জন্য নামাযের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তা

জামআত সহকারে পড়া। হাদীসে মুবারাকায় জামআত সহকারে নামায পড়ার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ৩টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: জামআত সহকারে নামাযের মর্যাদা একাকী নামাযের চেয়ে সাতাইশ (২৭) গুণ বেশী। **(বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/২৩২, হাদীস নং-৬৪৫)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: "যে পরিপূর্ণ ভাবে ওযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য চললো এবং ইমামের সাথে নামায পড়লো, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৯, হাদীস নং-২৭২৭)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যখন বান্দা জামআত সহকারে নামায পড়ে অতঃপর আল্লাহ পাকের নিকট নিজের চাহিদা ভিক্ষা করে তবে আল্লাহ পাক এই বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন যে, বান্দার চাহিদা পূরণ হওয়ার পূর্বে ফিরে যাবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুসআর বিন কিদাম, ৭/২৯৯, হাদীস নং-১০৫৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, জামআত সহকারে নামায আদায়কারীর কিরূপ বরকত নসীব হয়, সুতরাং আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে মসজিদে আদায় করার অভ্যাস গড়তে হবে, আপনারা হয়তো দেখেছেন যে, অনেক সময় খুবই অপারগ এবং বৃদ্ধ বয়সের লোক জামআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য খুবই কষ্ট করে হেঁটে মসজিদে আসে এবং যেভাবে তাদের সুবিধা হয় নামায পড়ে নেয় যদি তারা এতোই কষ্ট করার পরও জামআতে নামায পড়ার প্রতি প্রাধান্য দিতে পারে তবে আমাদের তো আরো বেশী জামআত সহকারে নামায আদায় করা উচিৎ। আজকে আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে তো অপরের চেয়ে

অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করি যেমন কারো আলিশান বাংলো দেখলে তবে এর মতো বানানোর আকাঙ্ক্ষা করা, কাউকে উন্নত কাপড়ের সুন্দর পোশাক পড়া দেখলে এমনি পড়ার আকাঙ্ক্ষা করা, কারো নতুন চকচকে কার (গাড়ি) দেখি তো ঐ রকম কার (গাড়ি) নেয়ার আকাঙ্ক্ষা করা, কারো সফল ব্যবসা (Business) দেখি তো ধনী ও বড় লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রজ্বলিত হতে থাকে। মোটকথা! আমরা দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসায় এমন লোভী হয়ে গেছি যে, দিনরাত ঐ সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টায় থাকি, কখনো ক্লান্ত হই না। আহ! কাউকে নেকী করতে দেখে আমরাও যদি নেক আমল করার লোভে লিপ্ত হয়ে যেতাম, আহ! অপরকে মসজিদের দিকে যেতে দেখে আমাদেরও যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামআত সহকারে আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেতো, অপরকে মসজিদের সাথে প্রেম করতে দেখে আমরাও যদি মসজিদের প্রেমিক হয়ে যেতাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করেছেন এবং সফরের অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি সর্বদা জামআত সহকারে নামায আদায় করতেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নামাযের প্রতি ভালবাসা

বায়ান্ন (৫২) বছর বয়সেও যখন দ্বিতীয়বার হজ্বের সফরে যাত্রা করলেন, হজ্বের আনুষাঙ্গিকতা আদায় করার পর তিনি এমন অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, দুই মাসের চেয়েও বেশী বিছানায় ছিলেন, যখন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন তখন রওযায়ে আনোয়ারের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুত হয়ে

গেলেন এবং "জেদ্দা শরীফ" হয়ে নৌকায় করে তিন দিন পর "রাবেগ" পৌঁছেন, এবং সেখান থেকে মদীনাতুর রাসূল (মদীনা শরীফে) যাওয়ার জন্য উটে আরোহন করলেন, এই পথে যখন "বীরে শায়খ" পৌঁছলেন তখন গন্তব্য নিকটবর্তীই ছিলো কিন্তু ফজরের সময় সামান্য বাকী ছিলো। উট চালক গন্তব্যে পৌঁছেই উট থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো, সায়্যিদি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ অবস্থা দেখে নিজের সাথীদের সাথে সেখানেই রয়ে গেলেন এবং কাফেলা চলে গেলো। তাঁর নিকট কিরমিস (অর্থাৎ বিশেষ ছট দ্বারা বানানো) বালতি ছিলো কিন্তু রশি ছিলো না এবং কূপও গভীর ছিলো, সুতরাং পাগড়ী বেঁধে পানি উঠালেন এবং ওযু করে ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করলেন। কিন্তু এখন এই চিন্তায় পড়ে গেলো যে, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুবই দূর্বল হয়ে গেছেন, এতো পথ পায়ে হেঁটে কিভাবে যাবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যে, এক অপরিচিত উট চালক নিজের উট নিয়ে অপেক্ষা করছে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের হামদ পাঠ করে তাতে আরোহন করলেন। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২১৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! হে আশিকানে রাসুল! এটাই হলো আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নামাযের প্রতি টান এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ যে, দীর্ঘ অসুস্থতা, খুবই দূর্বল ও সফরের গ্লানির পরও কাফেলার সঙ্গ তো ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ইবাদত নামায ছাড়াকে পছন্দ করলেন না। আমাদের উচিৎ যে, আনন্দ হোক বা দুঃখ সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা করা এবং যারা নামায পড়তে পারেন না, তবে শিখতে কখনো লজ্জাবোধ করবেন

না। আর যারা নামায পড়তে তো জানে কিন্তু পড়ে না এবং এমন শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে আছেন, "আমরা তো খুবই গুনাহগার বান্দা, আমরা আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নই" বা "প্রথমে নেক হয়ে যাই, দাড়ি রেখে নিই অতঃপর নামাযও শুরু করবো" এমন লোকেদের উচিৎ দ্রুত এই শয়তানী কুমন্ত্রণাকে দূরীভূত করে নামায শুরু করে দেয়া, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সফল হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের ২১ পারায় সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে বলেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে এবং তা উত্তম রূপে আদায় করে, ফল এরূপ হয় যে, একদিন না একদিন সে এই মন্দ কাজগুলো বর্জন করে দেয়, যাতে সে লিপ্ত ছিলো।

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী যুবক নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে নামায আদায় করতো এবং অনেক কবীরা গুনাহও করতো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, ইরশাদ করলেন: তার নামায তাকে কোন না কোন দিন এই বিষয় থেকে মুক্ত করে দিবে। সুতরাং খুবই অল্প সময়ে সে তাওবা করলো এবং তার অবস্থার উন্নতি হলো। **(খাযায়িনুল ইরফান)**

www.dawateislami.net

নামাযের বরকতে চোর অলী হয়ে গেলো

আসুন! এসম্পর্কে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবণ করি।

বর্ণিত রয়েছে যে, এক চোর রাতে হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا 'র ঘরে ঢুকল, সে সবখানে তল্লাশী চালাল, কিন্তু কেবল একটি বদনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। যখন সে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا বললেন: "যদি তুমি চালাক ও চতুর চোর হও তবে কোন জিনিস নেয়া ছাড়া যাবে না।" সে বললো: "আমি তো কিছুই পেলাম না।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا বললেন: "হে অভাবী লোক! এই বদনাটি দিয়ে অযু করে ঘরে ঢুকে যাও এবং দুই রাকাত নামায পড়ে নাও, তবেই এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারবে।" চোরটি তাঁর কথা মত অযু করল এবং নামায পড়ার জন্য দাঁড়াল, তখন হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এভাবে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! এই লোকটি আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু কিছুই পায়নি, এখন আমি তাকে তোমার মহান দরবারে দাঁড় করিয়ে দিলাম, তোমার অসীম করুণায় তাকে শূণ্য হাতে ফিরাইও না।" সে যখন নামায শেষ করল, তখন তার মাঝে ইবাদত করার স্বাদ অনুভব হলো। অতএব, সে শেষ রাত পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত রইল। যখন সাহরীর সময় হল, তখন হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا তাকে সিজদা অবস্থায় নিজের প্রবৃদ্ধিকে তিরস্কার করতে গিয়ে এই কথাগুলো বলতে শুনলো: আমার আল্লাহ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "আমার অবাধ্যতা করতে কি তোমার লজ্জাবোধ হয় না? এবং আমার বান্দাদের থেকে গুনাহগুলো গোপনে করতে রয়েছো অথচ গুনাহের বোঝা নিয়ে তুমি এখন আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছো! যখন তিনি আমাকে শাসাবেন আর আমাকে তাঁর রহমতের দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন,

www.dawateislami.net

তখন আমি তাঁকে কী উত্তর দিব? হযরত রাবেয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভাই! রাত কেমন কাটল?" চোর বলল: "ভালই কেটেছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়েছিলাম, ফলে তিনিও আমার বক্রতাকে সোজা করে দিয়েছেন, আমার ফরিয়াদ কবুল করে নিয়েছেন এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তিনি আমার উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।"

অতঃপর সেই ব্যক্তি আশ্চর্য ও চিন্তিত অবস্থায় চলে গেলো। হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا তার হাতকে আসমানের দিকে উঠালো এবং আরয করলো: হে দয়ালু প্রতিপালক! এই ব্যক্তি তোমার দরবারে একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলো তবে তুমি তাকে কবুল করে নিয়েছো আর আমি কখন থেকে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি আমাকেও কবুল করে নিয়েছো? হঠাৎ তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا তাঁর অন্তরের কান দিয়ে এই আওয়াজ শুনলেন: হে রাবেয়া! আমি তাকে তোমার কারণেই কবুল করেছি এবং তোমার কারণেই আমার নৈকট্য দান করেছি। **(রওযুল ফায়েক, ১৫৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসুল! শুনলেন তো আপনারা! নামায কিরূপ পছন্দনীয় ইবাদত যে, এক চোর চুরি করার জন্য আসলো এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দিনী হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا 'র বলাতে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তখন নামাযের স্বাদ ও মিষ্টতায় এমনভাবে বিলীন হয়ে গেলো যে, সারা রাত নামাযেই লিপ্ত রইলো এবং সকালে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে সঠিক পথের দিশা পেয়ে গেলো।

আফসোস! আমাদের সমাজে একটি দল এমনও আছে যে, যারা নামায পড়ার পরও হারাম ও নাজায়িয কাজ থেকে বাঁচতে পারে না। কিন্তু এমন কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে যে, আমরা নামাযের প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সুন্নাত ও আদবসমূহ সঠিক ভাবে লক্ষ্য রাখি না, যার কারণে এখনো পর্যন্ত বরকত অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। যদি সঠিকভাবে ওযু করে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এর সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করি তবে আমাদের উপরও অবশ্যই নামাযের বরকত প্রকাশিত হবে। খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, আমাদের মধ্যে অনেকে তো প্রথম থেকেই নামায পড়ে না এবং যারা পড়ে তাদের মধ্যেও অনেকে নামাযের মৌলিক মাসআলা গুলো জানে না, যার কারণে নামাযে ভুল হওয়ার কারণে নিজের নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, নিয়মিত নামায আদায়ের দৃঢ় নিয়্যত করার পাশাপাশি নামাযের সঠিক আদায়ের দিকেও ভরপুর মনোযোগ রাখা, যেন আমাদের নামায নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়, নিজের নামাযকে ভুল থেকে বাঁচাতে, তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখতে এবং নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র "নামাযের আহকাম" কিতাবটি অধ্যয়ন করুন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন, এছাড়াও সাত (৭) দিনের ফয়যানে নামায কোর্স করাও খুবই উপকারী। তাছাড়াও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর বিভাগ সমূহে নিজের খেদমতও পেশ করুন।

রমযান ইতিকাফ বিভাগ:

রমযানের ইতিকাফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রিয় সুন্নাত। اَلْحَمْدُ لله! নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পছন্দনীয় কৃত আমলটি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় পাকিস্থানে বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য মসজদিসমূহে পুরো রমযান এবং শেষ দশদিনে "সম্মিলিত ইতিকাফ"র ব্যবস্থা করা হয়, এজন্য একটি পরিপূর্ণ বিভাগ তথা "রমযান ইতিকাফ" গঠন করা হয়েছে এই বিভাগের দায়িত্ব হলো সম্মিলিত ইতিকাফে পুরো মাস রূটিন অনুয়ায়ী অতিবাহিত করা, যেটাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার পাশাপাশি, তাহাজ্জুদের নামায, ইশরাক ও চাশতের নামায, আওয়াবিনের নামায এবং সালাতুত তাওবার নামায আদায় করা, ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইদের অযু, গোসল, নামায ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আহকাম শিখানো, বিভিন্ন সুন্নাত ও দোয়া মুখস্থ করানো, এছাড়াও মাঝে মধ্যে অভিজ্ঞ মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা ঈমান উদ্দীপক বয়ানের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, ইফতারের সময় কান্না করে করে মুনাজাত এবং দোয়ার দৃশ্য দেখার মতো হয়ে থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা যে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র প্রশ্নত্তোর অনুষ্ঠান মাদানী মুযাকারা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! ইতিকাফের কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র

বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করলো তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(জামে সগির, ৫১৬, হাদীস: ৮৪৮০)** (২) ইরশাদ করেন: যে রমযানুল মোবারকে ১০ দিন ইতিকাফ করলো সে এমনই যেন দুইটি হজ্ব ও ওমরা করেছে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৬৬)** ✶ রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে আলাল কিফায়া অর্থাৎ যদি সকলে বর্জন করে তো সকলে গুনাহগার হবে আর যদি একজনও আদায় করে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। **(ফয়যানে সুন্নাত, ২৩৫ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

ইতিকাফের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**